Released
4-4-1952

এ·কে·ডি·প্রোডাক্সনের নিবেদন

সিরাজদ্দৌলা

এ, কে, ডি, প্রোডাক্‌সনের নিবেদন

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজদ্দৌলা	..	সমীর মজুমদার	মহম্মদিবেগ	...	দ্বিজেন ঘোষ
আলিবর্দ্দী	...	নিতীশ মুখার্জ্জী	মীরকাশিম	...	বিনয় ঘোষ
হুঁসিয়ার	...	বিকাশ রায়	দানসা ফকির	...	প্রীতি মজুমদার
মীরজাফর	...	কানু ব্যানার্জ্জী	সিনক্রে	...	রাজকুমার
রাজবল্লভ	...	নরেশ বোস	লুৎফা	...	বাণী ব্যানার্জ্জী
জগৎশেঠ	...	শিশির মিত্র	জহুরা	...	অনুভা গুপ্তা
রায়দুর্ল্লভ	...	বেচু সিংহ	ওয়াট	...	মঞ্জু দে
মীরমদন	...	নরেন চক্রবর্ত্তী	আমিনা	...	পদ্মা দেবী
মোহনলাল	...	শিশির বটব্যাল	ফৈজী	...	জয়শ্রী
উমিচাঁদ	...	কেষ্টধন মুখার্জ্জী	বাইজী	...	বেলা দত্ত
ওয়াটস	...	উৎপল দত্ত	মিসেস ওয়াটস	...	মিরিয়াম ষ্টার্ক
ক্লাইভ	...	দেবী মুখার্জ্জী	নর্ত্তকী	...	লক্ষ্মী রায়
পিয়ারআলি	...	অবনী গাঙ্গুলী			প্রভৃতি।
মীরণ	...	অমর ঘোষ			

প্রযোজনা ও পরিচালনা : **অমর দত্ত**

রচনা ও সংলাপ : প্রবোধ সরকার

গীতিকার : মোহিনী চৌধুরী, চারু মুখোপাধ্যায়

সুরশিল্পী : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

"গাহি ... আমি" গানের সুর : সন্তোষ মুখার্জ্জী

অর্কেষ্ট্রা : সুরশ্রী :: সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দ্দেশনা : গোপী সেন :: পরিস্ফুটনা : জগবন্ধু বোস

চিত্রশিল্পে : দিবেন্দু বোষ, বিভূতি চক্রবর্ত্তী, শচীন দাশগুপ্ত

শব্দযন্ত্রে : পরিতোষ বোস, সত্য ব্যানার্জ্জী, ঋষি ব্যানার্জ্জী

স্থিরচিত্র : হীরা ফটো সার্ভিস, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধান কর্ম্মসচিব : মণিলাল শ্রীবাস্তব

প্রধান সহকারী :

পরিচালনায় : অজিত দত্ত :: ব্যবস্থাপনায় : ছুনু গোস্বামী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার, পরিতোষ বোস

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক :— প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

কাহিনী

"বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্ব্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"

কবিগুরুর এই খেদোক্তি প্রায় ২০০ বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন নবাব আলিবর্দ্দী। মুমূর্ষু নবাব তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের আসনে বসাইবার পূর্ব্বে উপদেশ দিয়েছিলেন যে "ইংরাজকে এদেশে দুর্গ নির্ম্মাণ বা সৈন্য সংগ্রহ করতে কোন মতেই দেবে না। যদি তা দাও তবে এদেশ আর তোমার থাকবে না।"

সিরাজ কৈশোরে আলিবর্দ্দীর অপরিমিত স্নেহে আর আদরে হ'য়ে উঠেছিলেন উচ্ছৃঙ্খল। নবাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদু সাহেবের অন্তিম উপদেশ পালনে ব্রতী হলেন। সুরা ও বাইজী ছেড়ে মেতে উঠলেন—রাজ্যশাসন আর যুদ্ধ নিয়ে। চতুর ইংরাজ বুঝতে পারলো যে সিরাজদ্দৌলা যদি বেশী দিন নবাবী করার সুযোগ পায় তাহলে এদেশ হ'তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্ছেদ

অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাহারা বুঝেছিল সম্মুখ যুদ্ধে নবাবের সৈন্যবল ও দক্ষতার কাছে তাহাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তখন ইংরাজরা এ্যাডমিরাল ওয়াটস্‌কে নিযুক্ত ক'রলো রাজ্যের আমীরদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতক খুঁজে বাহির করবার জন্য। অতি সহজেই টাকার কাঙ্গাল উমিচাঁদ, সিংহাসন-লোভী মীরজাফর, অর্থ-লিপ্সু জগৎশেঠ, স্বার্থান্বেষী রাজবল্লভ এই ফাঁদে ধরা দিল। এদিকে রাজ অন্তঃপুরে বিধবা মাসিমা ঘসেটি বেগম যখন দেখলো তার পৌত্র মোরাদ্দৌলার পরিবর্ত্তে আমিনার পুত্র সিংহাসনে বসিল তখন খোদার কাছে সে কেবল এই প্রার্থনাই জানাচ্ছিল যেন সিরাজের ধ্বংস হয়। আর হোসেনকুলী খাঁর স্ত্রী জহরা তার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য শুধু প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হয় নাই, নিজ হাতে সিরাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

কুচক্রীর দল একদিন রাত্রে কাশিমবাজার কুঠিতে ওয়াটস্‌-এর আমন্ত্রণে গোপন বৈঠক করে স্বার্থের লোভে নিজেদের দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দেবার হীন ষড়যন্ত্র করল। গুপ্তচর মারফৎ সিরাজ সে খবর পেয়ে নিজেই কাশিমবাজারে উপস্থিত হলেন। বিশ্বাস-ঘাতকের দল ভাবল যে সিংহ শিশুকে প্রতারণা ক'রতে হ'লে আরও সাবধান হ'য়ে চলতে হবে। তাই কৌশলে পুনরায় তাহারা নবাবের বিশ্বাসভাজন হ'য়ে উঠল।

কিন্তু ইংরাজের এই ঔদ্ধত্য সিরাজ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। কলিকাতা আক্রমণ করে বিশ্বাসী বীর মোহনলাল, মীরমদন আর মঁসিয়ে সিন্‌ফ্রের সাহায্যে তাদের পরাজিত করলেন। মীরজাফরের দল ইংরাজের পরাজয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে তলে তলে ইংরাজকে সাহায্য করতে লাগল। তার ফলে হ'ল পলাশীর যুদ্ধের অবতারণা। সেই যুদ্ধে মীরজাফর তার সৈন্যবল নিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল পাছে যুদ্ধ করলে নবাব পক্ষ জয়ী হয় আর এ যুদ্ধে নবাব জয়ী হ'লে মীরজাফরের মসনদ পাবার আর কোন আশাই থাকে না। এদিকে মোহনলাল,

মীরমদন আর মঁসিয়ে সিন্‌ফ্রের সাহায্যে নবাব পক্ষ যখন জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে তখন হঠাৎ দেখা গেল জহরা কখন লুকিয়ে তাদের সমস্ত গোলা-বারুদ জলে ভিজিয়ে দিয়েছে। বীর বাঙ্গালী সৈন্যের কাছে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরাজ তবুও পেরে উঠল না। উপায়ান্তর না দেখে ক্লাইভ মীরজাফরের কাছে সে রাত্রের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখবার জন্য দূত পাঠাল। মীরজাফর এই শেষ সুযোগে নবাবকে জানিয়ে দিতে চাইল যে ক্লাইভ-এর দূতকে প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ হবে না—তাহা ছাড়া তাদের গোলা-বারুদ সব-ই ভিজে গেছে। অতএব যুদ্ধ স্থগিত থাক। ইতিমধ্যে মীরজাফর ও রায়দুর্লভ তাদের সমস্ত সৈন্যবল নিয়ে ক্লাইভ-এর সঙ্গে যোগ দিল—যুদ্ধের সর্ত্ত লঙ্ঘন করে মধ্য রাত্রেই নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করল। নবাব সৈন্য হঠাৎ এই আক্রমণে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে যায়। পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও মোহনলাল, মীরমদন, মঁসিয়ে সিন্‌ফ্রে তাদের সৈন্যদল নিয়ে বীরের ন্যায় শত্রু পক্ষকে বাধা দিল প্রাণপণ শক্তিতে। পরাজয়ের গ্লানি সুনিশ্চিত জেনে তখন স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর একমাত্র সহচর হুঁসিয়ার-এর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবার পথ খুঁজতে লাগলেন।

তিনি তখনও একেবারে নিরাশ হন নাই। মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর বেগম লুৎফা ও কন্যা উম্মৎকে নিয়ে পাটনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই দানশা ফকিরের দরগায় বিশ্রাম নেবার সময় মীরকাশিমের হাতে বন্দী হলেন।

মীরজাফর দিয়ে যার সুরু—মীরকাশিম দিয়ে তার শেষ। মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিক ঘরের শত্রু বিভীষণদের সাহায্যে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা হরণ ক'রে প্রায় ২০০ বছরের জন্য বনেদী গদী কায়েম করে নিল। পলাশীর প্রান্তরে শেষ স্বাধীন সূর্য্য ডুবে গেল—বীর দেশ-প্রেমিকদের রক্তস্রোতে—

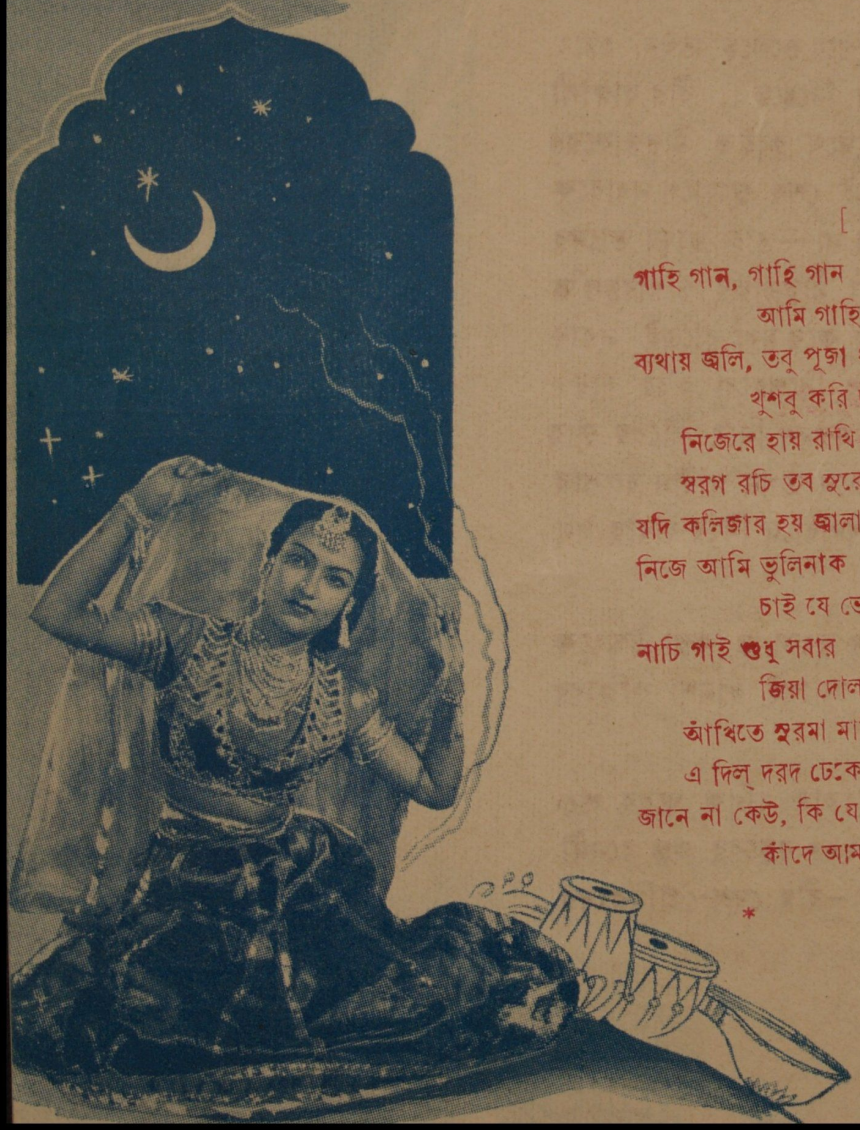

সঙ্গীত

[১]

গাহি গান, গাহি গান
আমি গাহি গান,
ব্যথায় জ্বলি, তবু পূজা ধূপের মত
খুশবু করি দান।
নিজেরে হায় রাখি দূরে
স্বরগ রচি তব সুরে
যদি কলিজার হয় জ্বালা অবসান।
নিজে আমি ভুলিনাক
চাই যে ভোলাতে,
নাচি গাই শুধু সবার
জিয়া দোলাতে।
আঁখিতে সুরমা মাখি
এ দিল্ দরদ ঢেকে রাখি
জানে না কেউ, কি যে ব্যথায়
কাঁদে আমার জান ॥

* * *

[২]

ঠুন্‌কো জীবন—ঠুন্‌কো স্বপন
আজ আছে কাল রবে না ঃ
একচুমুকে প্রেম-শরাব কি
উজাড় ক'রে লবে না ?
নও জওয়ানীর জল্‌সাতে
লাজ ভুলে যাও আজ রাতে,
কোন্ পিয়াসায় বুক ফেটে যায়
মুখ ফুটে কি কবে না ?
ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ রূপশিখায়
আয় পতঙ্গ জ্ব'লবি আয়,
বুজলে নয়ন আর দুনিয়ার
বাহার দেখা হবে না ॥

* *

[৩]

জওয়ানীর কসম পিয়া —

জ্বলে মোর প্রাণ গো !

মেরো না আর নয়নের বান গো ॥

নয়নে কোন্ ইশারা জানে নয়ন জানে,

টেনো না দূর থেকে আর অমন প্রাণের টানে ;

এস আজ কাছে পিয়া,

শুনে যাও গান গো ॥

খুলে দাও দিল্‌মহলের গোপন দুয়ারগুলি,

এস আজ রঙের নেশায় মন্ রাঙায়ে তুলি,

লুটে নাও প্যার পিয়া,

করো না মান গো ॥

* * *

[৪]

নহবৎ বাজে না,

সভাসদ সাজে না,

নিয়তির একী খেলা হায় !

ভিখারীর সাজে আজ রাজা চ'লে যায় ॥

কত পথ হ'তে হবে পার

পদে পদে ভয় জাগে বিপদ বাধার

ভয় ভেঙে যাবে কি ?

দিন ফিরে পাবে কি ?

জাগবে কি হাসি আর ভাঙা বাংলায় ?

গঙ্গার জল বুঝি মোহনলালের খুনে লাল ?

এই রঙে রাঙ্‌বে কি নতুন সূর্য্য আর নতুন সকাল ?

শহীদেরা করে আহ্বান :

কোরবানি দিতে হবে – দিতে হবে প্রাণ !

হবে জয় হবে রে !

দুঃখ কি তবে রে ?

ম'রেও অমর নাম রবে দুনিয়ায় ॥

* * *

PRIMA FILMS (1938) LTD

মীরকাসিম

এ, কে, ডি, প্রোডাক্সনের
পরবর্ত্তী নিবেদন

ভূমিকায়ঃ
বিকাশ, নীতিশ, শিশির, অজিত,
চন্দ্রাবতী, অনুভা, নীলিমা প্রভৃতি

●

পরিচালনাঃ অমর দত্ত
সুরশিল্পীঃ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

ভুলের শেষে

প্রযোজনাঃ রাইচাঁদ বড়াল
এম, এল, বি, প্রোডাকসন্সের ছবি

শ্রেষ্ঠাংশেঃ
ভারতী দেবী, রেণুকা, কমল, অমর,
ধীরেন, শ্যাম লাহা, হরিধন, জহর
রায়, প্রভা, মনোরমা, হরিমোহন

পরিচালনাঃ অমর মল্লিক
সুরঃ রাইচাঁদ বড়াল
ক্যামেরাঃ অজয় কর শব্দঃ মধু শীল
দৃশ্যসজ্জাঃ বীরেন নাগ

আগামী আকর্ষণ

মূল্য —
দুই আনা

প্রাইমা ফিলমস (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত